মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬০২১

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) -এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

الفصل الاول (بَاب مَنَاقِب أبي بكر)

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا وَلَا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ «. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي» كِتَابِ الْحميدِي : «أَنا أولى» بدل «أَنا وَلَا»

رواه مسلم (11 / 2387)، (6181) ـ
(صَحِيح)

বাংলা

৬০২১-[৩] ’আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রোগশয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবূ বকর এবং তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন, আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখে দেব। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, আমিই হকদার, অথচ সে তার হকদার নয়। আল্লাহ তা’আলা এবং ঈমানদার লোকেরা আবূ বকর ছাড়া কাউকে খলীফাহ্ হিসেবে মেনে নেবেন না। [মুসলিম তার হুমায়দী-এর কিতাবে (أَنا أولى) “আমি অধিক যোগ্য”-এর পরিবর্তে (أَنا وَلَا) “আমি যোগ্যতম” বর্ণিত হয়েছে।]

ফুটনোট

সহীহ: মুসলিম ১১-(২৩৮৭), মুসনাদে আহমাদ ২৫১৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৯৮, আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭০৮১, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৪৫৬৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৭০৩১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا)রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়িশাহ (রাঃ) -কে আদেশ করলেন, আবূ বাকর এবং তার ভাই আবদুর রহমান-কে ডেকে আনার জন্য। ঐ সময় রাসূল (সা.) অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। হয়তোবা তিনি খুব শীঘ্রই ইন্তিকাল করবেন এমন সংবাদ আল্লাহর পক্ষ হতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী খলীফার দায়িত্ব আবূ বাকর (রাঃ)-কে দেয়ার জন্য মনস্থির করলেন। এজন্য লিখিত আকারে রসূলের পক্ষ হতে খলীফার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আবূ বাকর (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র আবদুর রহমানকে ডাকলেন।
লিখিত আকারে দায়িত্ব অর্পণের হিকমত ছিল এই যে, কোন লোক যেন এ কথা বলতে না পারে আমিই খিলাফতের অধিক হকদার এবং যোগ্য। অথবা আমি আবূ বাকর -এর কথা বিশ্বাস করি না এবং তাকে মানিও না।
তাই খিলাফতের ব্যাপারে মুনাফিক এবং রাফিযীদের মতানৈক্য চিরতরে বাতিল করার জন্য রাসূল (সা.) এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
মুসলিমের শারহতে আরো বলা হয়েছে যে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) -এর ভাই আবদুর রহমান-কে ডাকা হয়েছিল খলীফার নিয়োগপত্র লেখার জন্য।
এ হাদীস থেকে আমরা কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হতে পারি যেগুলো ইমাম নবাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে যেমন,
১. উক্ত হাদীসে আবূ বাকর (রাঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মানের প্রকাশ্য দলীল রয়েছে।
২. এ হাদীসে রসূলের মৃত্যুর পর যে সকল মতানৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা ঘটবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহুন্ নাবাবী ১৫শ হা, ২৩৮৭)

ইমাম নবাবী (রহিমাহুল্লাহ) আবূ বাকর (রাঃ)-এর খিলাফত সম্পর্কে বলেছেন, উক্ত হাদীসটি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের জন্য প্রমাণ বহন করে যে, আবূ বাকর (রাঃ)-এর খিলাফত সরাসরি রাসূল (সা.) এর পক্ষ হতে স্পষ্ট কোন নস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। বরং আবূ বাকর (রাঃ)-এর মর্যাদা ও অগ্রগামিতার কারণে তাঁর কাছে খিলাফতের বায়'আতের জন্য সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন।
এখানে যদি কোন স্পষ্ট দলীল বা সে থাকত তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে আনসারদের ও অন্যদের মাঝে দ্বন্দ্ব হত না।
পক্ষান্তরে ‘আলী (রাঃ) সম্পর্কে শী'আদের যে নস রয়েছে তা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85997

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন